আলমডাঙ্গায় তিব্র শীতে ডায়রিয়াসহ নানা রোগে আক্রান্ত নারী-পুরুষ

নিম্ন তাপমাত্রার পাশাপাশি তিব্র শীতে সাধারণ মানুষ ব্যাপক দুর্ভোগে পড়েছে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সূর্যের দেখা মিলছে না।

শীত নিবারণের জন্য গরম পোশাকের সঙ্গে বেছে নিচ্ছে খড়কুটোর আগুন। এরই মধ্যে আলমডাঙ্গায় নারী-পুরুষের পাশাপাশি শিশুরা ডাইরিয়া, নিউমোনিয়া, সর্দি,কাশি, জ্বর ও শ্বাসকষ্টসহ শীত জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে।

ঘন কুয়াশার কারনে বৌরো আবাদের বীজ তলার চারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পান, আলু, গম সহ বিভিন্ন ফসল কুয়াশার কারণের পোকা-মাকড়ের আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নআয়ের মানুষ গরম পোশাক কিনতে ফুটপাতসহ বিভিন্ন দোকানে ভিড় জমাচ্ছে।

এদিকে তিব্র শীতের প্রভাবে আলমডাঙ্গার ৫০ শয্যা হারদি হাসপাতালে রোগের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। নারী-পুরুষ ডাইরিয়া রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। শিশুরা নিউমোনিয়া ও সর্দি জ্বরসহ শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। গত এক সপ্তাহে আলমডাঙ্গার ৫০ শয্যা হারদি হাসপাতালে নারী-পুরুষ ডাইরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১ শ জন ভর্তি হয়েছে। এ রোগে প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ জন রোগী ভর্তি হচ্ছে। এছাড়াও সর্দি, জ্বর, নিউমোনিয়াসহ শ্বাসকষ্ট রোগে আক্রান্ত হয়ে এক সপ্তাহে ৭০ জন শিশু ভর্তি হয়েছে। প্রতিদিন ৫/৭ জন শিশু শীত জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে হারদি হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে।

অন্য দিকে, আলমডাঙ্গায় মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে আগুন পোহানোর সময় তাহারন নেসা (৭০) নামে এক বৃদ্ধা দগ্ধ হয়েছেন। তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃদ্ধার শরীর ৬০-৭০ শতাংশ পুড়ে গেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে রেফার্ড করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে আলমডাঙ্গা উপেজলার পুটিমারি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধ তাহারন নেসা চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার রোয়াকুলি গ্রামের মৃত ঝড়ু মিস্ত্রীর স্ত্রী।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. মারভিন অনিক চৌধুরী বলেন, বৃদ্ধার শরীরের ৬০-৭০ শতাংশ পুড়ে গেছে। তাকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। একইসঙ্গে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে ঘন কুয়াশার কারণে বোরো ধানের বীজতলা ও আলুক্ষেত রক্ষায় বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। ধানের বীজতলা রক্ষায় সকালে চারার ওপর থেকে শিশির সরিয়ে দেওয়া, সম্ভব হলে চারা রাতের বেলা ঢেকে দেওয়া, বীজতলায় সেচ দিয়ে পরদিন সকালে পানি বের করে দেওয়া এবং বীজতলা লাল হলে জিপসাম ও ইউরিয়া সার দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আলুক্ষেতে আগামধসা ও নাবিধসা ছত্রাক যাতে না লাগে, সে জন্য ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে বলা হয়েছে। এ জন্য মাঠপর্যায়ে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা সতর্কতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছেন বলে জানিয়েছেন উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

হারদি ৫০ শয্যা হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. নাজনিন সুলতানা কণা বলেন, শীতের প্রকোপ বাড়ায় হাসপাতালে রোগীর চাপ বেড়েছে। বিভিন্ন সময় মেঝেতেই চিকিৎসা নিতে হচ্ছে অনেককে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় হিমশিম খেতে হচ্ছে চিকিৎসকরা।

১২ শয্যার ডায়রিয়া ওয়ার্ডে শনিবার পর্যন্ত ভর্তি আছেন ২৬ জন। এর মধ্যে ১২ জনই শিশু। এছাড়াও নারী-পুরুষ ৪৫ জন ভর্তি আছে।

বিদায় বছরে আলমডাঙ্গায় ৭ খুন, আত্নহত্যা ৬৮, ধর্ষণ ৩

আর বাকী কয়েকদিন। সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে ২০২২। আগামি (৩১ ডিসেম্বর) সূর্যাস্ত আরেকটি খ্রিস্টীয় বছরের সমাপ্তি ঘটবে। নতুন ভোরের সূর্য পৃথিবীর বুকে নিয়ে আসবে আরেকটি নতুন বছর-২০২৩।

দীর্ঘ একটি বছরের (২০২২) বেশিরভাগ সময় আলমডাঙ্গা ছিলো করোনা মুক্ত । করোনা ছাড়া বছরটি আলোচিত ছিলো সড়ক দুর্ঘটনা, হত্যা ও

আত্মহত্যায়।

এছাড়াও নুডুলস চুরি, মেয়ে প্রেম করায়- বাবার তুলে দিলো রশি, বিএনপির ইফতার মাহফিলে আওয়ামীলীগের হামলা, পুলিশের ধাওয়ায় নদীতে জুয়াড়ির ঝাঁপ- ডুবে মৃত্যু, সিগন্যাল দেওয়ার পরও মালবাহী ট্রেন না থামানোয় সহকারী চালককে মারধর, নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কারের সময় দুইজনের মৃত্যুসহ বিভিন্ন ঘটনায় চাঞ্চল্যকর অবস্থার মধ্য দিয়ে ২০২২ সাল। এছাড়াও ঠিকাদারকে কুপিয়ে হত্যা, পৌর সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদককে কুপিয়ে হত্যা ও বয়স্ক স্বামী-স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যার ঘটনা জুড়ে আলোচনায়।

সেচ্ছাসেবকলীগ নেতা, ব্যবসায়ী ও ডাবল মার্ডার: আলমডাঙ্গা থানায় ২০২২ সালে ৬টি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। বিদায়ী বছরের শুরুতে আলমডাঙ্গায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে ব্যবসায়ী মার্ডার। গত ৮ মে রাত ১২টার দিকে উপজেলার মুন্সিগঞ্জ ক্লিনিকপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কামাল হোসেন আলমডাঙ্গা উপজেলায় জেহালা গ্রামের মাঝেরপাড়ার মৃত জাহান মাস্টারের ছেলে। তিনি বিএনপির সাবেক নেতা ছিলেন। বর্তমানে ঠিকাদারির কাজ করতেন। হত্যার দুদিন পর জড়িত সন্দেহে কয়েকজনকে আটক করে র্যাব।

চাঞ্চল্যকর এ ঘটনার রেশ শেষ হতে না হতেই ৪মাসের মাথায় (১৬ সেপ্টেম্বর) পৌর সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক ইমরানকে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্ততরা। নিহত ইমরানের পিতা বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে। স্বেচ্ছাসেবক লীগে সাধারন সম্পাদক ইমরান হত্যার ঘটনায় দফায় দফায় আন্দোলন করে নেতাকর্মী ও স্থানীয়রা। এঘটনায় গোবিন্দপুর গ্রামের সাকিবকে গ্রেফতার করে পুলিশ। হত্যাকারী সাকিবের স্বীকারোক্তি মূলক জবান বন্দিতে জেল হাজতে পাঠায় আদালত।

ইমরান হত্যার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারো পৌর এলাকার পুরাতন বাজার এলাকায় ঘরের তালা ভেঙে এক বৃদ্ধ স্বামী-স্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার করে। শনিবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার পুরাতন বাজার এলাকা থেকে তাদের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। নিহতরা হলেন- নজির উদ্দিন (৭০) ও তার স্ত্রী ফরিদা খাতুন (৬০)।

পুলিশের প্রাথমিকভাবে ধারনা করে শ্বাসরোধে তাদের হত্যা করা

হয়েছে। গোসলখানায় হাত বাঁধা অবস্থায় বৃদ্ধ নজির উদ্দিনের এবং ঘরের ভেতরে তার স্ত্রী ফরিদা খাতুনের রক্তাক্ত মরদেহ পাওয়া যায়। বৃদ্ধার পাশে পড়ে থাকা ছোট কাঁচি দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষত করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

ডাবল মার্ডারের ঘটনায় সিআইডি,ডিবি,র্যাবসহ পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। হত্যাকাণ্ডের পাঁচ দিন পর তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ।

হত্যার কান্ডের ৫ দিনপর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত ৩ জনকে গ্রেফতার করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় নগদ টাকা, ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ও ব্যাগসহ বিভিন্ন জিনিস।

গ্রেফতার চার জন হলো– আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের বজলু রহমানের ছেলে সাহাবুল (২৪), একই গ্রামের মাসুদ আলীর ছেলে বিদ্যুৎ (২৩), পিন্টু রহমানের ছেলে রাজিব (২৫) এবং তাজ উদ্দিনের ছেলে শাকিল (২১)। তাদের স্বীকারোক্তি মূলক জবানবন্দিতে চুয়াডাঙ্গা জেল হাজতে প্রেরণ করে আদালত।

সর্বশেষ আলোচ্য আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া গ্রামে রাহেলা খাতুন (৮৯) নামের এক বৃদ্ধাকে মারপিট করে হত্যার অভিযোগ ওঠে। (৩০শে নভেম্বর) বুধবার বিকালে পুলিশ বৃদ্ধার নিজ বাড়ি থেকে লাশ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় বৃদ্ধার ছেলে, ছেলের স্ত্রী ও এক নাতিকে আটক করে পুলিশ।

আত্মহত্যা: সদ্য বিদায় হওয়া বছরে আলমডাঙ্গায় বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে একের পর এক আত্নহত্যা। বিদায়ী ২০২২ সালে আলমডাঙ্গা থানায় বিষপান, গলায় রশিসহ সড়ক দুর্ঘটনায় ৬৮ জন মারা গেছে। এঘটনায় থানায় অপমৃত্যু মামলার লম্বা সারিতে পরিণত হয়েছে।

অপমৃত্যুর তালিকায় আলোচিত ঘটনাটি গত (৭ সেপ্টেম্বর) আলমডাঙ্গায় তাস খেলার সময় পুলিশের ধাওয়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ এক যুবকের মৃত্যু হয়।
নদীতে নিখোঁজের এক দিন পর ওই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে খুলনার ডুবুরি দল ।

এঘটনায় উপজেলা থেকে জেলা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি হয়। এছাড়াও আলমডাঙ্গার কাবিলনগর গ্রাম থেকে নিখোঁজের তিন দিন পর

তরিকুল ইসলাম নামের এক যুবকের গলায় ফাঁস দেওয়া লাশ উদ্ধার করা। তরিকুল ইসলাম তিয়রবিলা গ্রামের কুঠিপাড়ার শাহজাহান আলীর ছেলে। নববিবাহিত বধূ বিয়ের এক মাস পরেই তরিকুলের সাথে আর সংসার করবে না জানিয়ে দিলে তিনি অভিমান করে আত্মহত্যা করে।

চুরি: বছরের শুরুতে গত ২ ফেব্রুয়ারি আলমডাঙ্গায় চুরির অভিযোগ তুলে দোকানের খুঁটিতে বেঁধে প্রকাশ্যে মধ্যযুগীয় কায়দায় এক যুবককে নির্যাতন করে। যুবককে খুঁটিতে বেধে মারপিটের ঘটনাটি বিভিন্ন স্যোসাল মিডিয়ায় ভিডিও ভাইরাল হয়। মুহুর্তেই জেলা- উপজেলায় ব্যাপক হই হুল্লোর শুরু হয়। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযুক্ত দোকান মালিককে আটক করে।

এদিকে ৭ মাস পর আলমডাঙ্গার মাদ্রাসাপাড়ার একটি বাড়ি থেকে গত (৮নভেম্বর) চুরি হওয়া সাত ভরি স্বর্ণালংকার কুষ্টিয়ায় চোরের বাড়ি থেকে অর্ধেক ও বাকিটা এক জুয়েলারী দোকান থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

চুরির ১৮ ঘন্টার মধ্যে আন্তঃজেলা চোরচক্রের তিন সদস্য আটকসহ চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার উদ্ধার করে। স্বর্ণালংকার উদ্ধারে নেমে পুলিশ জানতে পারে পঞ্চান্ন বছর বয়সি জাহানারা বেগম ও তার মেয়ে পলি খাতুন বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় কৌশলে বাড়িতে ঢুকে স্বর্নালংকার চুরি করে কুষ্টিয়ার চৌড়হাঁসের সোহাগ জুয়েলার্সে বিক্রি করে ।

অন্য দিকে, আলমডাঙ্গায় মালেশিয়া প্রবাসীর বন্ধু পরিচয় দিয়ে তার বাড়ি থেকে স্বর্ণালঙ্কার চুরি হওয়ার ১২ ঘন্টা পর পুলিশ উদ্ধার করে। আটক করা হয় দামুড়হুদা উপজেলার রামনগর মাঝের পাড়ার মৃত ইলিয়াছ আলীর ছেলে আল-আমিনকে।

২২শের বিষে প্রশসংশিত পুলিশ: চলতি বছরের নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা আলোচনায় তো ছিলোই, উপরন্তু এ বছর ২০২২-এর বিষের মধ্যেও পুলিশের ভুমিকা ছিলো গুরুত্বপূর্ণ।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের কাছে বিশেষভাবে আলোচিত ২০২২ সাল। যা পরিলক্ষিত ভাবে সকল হত্যা, আত্নহত্যা ও চুরিকৃত মালামাল উদ্ধারকৃত ভুমিকা পালনে প্রশসংশিত হয়ে ওঠে।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, আলমডাঙ্গায় ২০২২ সালের ঘটনাটি গুলো পুলিশ গুরুত্ব-সহকারে তদন্তের মাধ্যমে

উপযুক্ত সমাধান করেছে। পুলিশ জনগণের দৌড় গোড়ায় কাজ করছে। বিটপুলিশের মাধ্যমে বিগত দিনের চাইতে আইনশৃঙ্খলা সুষ্টু রেখেছে।

আলমডাঙ্গায় কাফনের কাপড়সহ চিঠিতে লিখে চাঁদাদাবি

আলমডাঙ্গা নতিডাঙ্গায় নাসির উদ্দিন নামের রাইচ মিল মালিকের কাছে চার লাখ টাকা চাঁদা চেয়ে সাদা কাফনের কাপড় সহ উড়ো চিঠি দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় শনিবার দুপুরে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়িপুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কাফনের কাপড় ও হুমকি স্বরূপ খোলা চিঠি উদ্ধার করেছে।

নাসির উদ্দিন জানান, শনিবার সকালে মিলের সামনের চালের সাথে একটি ব্যাগ টাঙানো দেখতে পান। চাঁদাদাবিকৃত দুবৃত্তরা রিংকু পরিচয় দিয়ে ওই চিরকুটে তার কাছে ৪ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়েছে। এ টাকা ১৫ দিনের মধ্যে ভাই এর মোবাইল নাম্বারে টাকা না দিলে মেরে ফেলার হুমকি প্রদান করে।

এ ঘটনায় নাসির উদ্দিন আলমডাঙ্গা থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, কেউ ভয় দেখানোর জন্য কাফনের কাপড় ও চিঠি পাঠাতে পারে। আমরা গুরুত্বসহ দেখছি।

আলমডাঙ্গার চিৎলায় ১০২ পিস ইয়াবাসহ ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গার চিৎলা গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযানে ১০২ পিস ইয়াবাসহ ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল রবিবার দুপুর আড়াইটার দিকে বড় গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের পুলিশ চিৎলা গ্রামে অভিযান পরিচালনা ইয়াবা ব্যবসায়ীকে আটক করে । আটকৃত ইয়াবা ব্যবসায়ী চিৎলা গ্রামের মৃত আফসার বিশ্বাসের ছেলে সাইফুল ইসলাম (৪৩)।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা গ্রামের মৃত আফসার আলীর ছেলে সাইফুল ইসলাম। দীর্ঘদিন পুলিশের চোঁখ ফাঁকি দিয়ে রমরমা ইয়াবা ব্যবসা চালিয়ে আসছিলো।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গার বড়গাংনী তদন্ত কেন্দ্রের পরিদর্শক বশির উদ্দিন, এএসআই বাদশা আলমঙ্গীর সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলামের বাড়ির ২য় তলার ড্রাইনিং রুম থেকে ১০২ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। মাদক ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলামের বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০২ পিস ইয়াবা সহ একজনকে আটক করেছে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার আলোচিত বোমা কালাম গাঁজাসহ গ্রেফতার

আলমডাঙ্গার বেলগাছি গ্রামের আলোচিত বোমা কালামকে ১ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ৯ টার দিকে মানিক মেম্বারের বাড়ির পাশ থেকে মাদকসহ আটক করে পুলিশ।

আটকৃত বোমা কালাম উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের বাগানপাড়ার সাহেব মালিথার ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের বাগানপাড়ার আলোচিত বোমা কালাম রমরমা মাদকের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক ও অস্ত্রসহ ৯ টি মামলা চলমান রয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯ টার দিকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

বোমা কালাম গাঁজা বিক্রির জন্য বাগানপাড়ার মানিক মেম্বারের বাড়ির পাশে অবস্থান করছিলো। এসময় আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক এসআই জমির সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। পুলিশ দেখে মাদক বিক্রেতা বোমা কালাম পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ ধাওয়া করে তাকে আটক করে। পরবর্তীতে কালামকে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে তার নিকট থাকা পলিথিন ব্যাগের ভেতর মোড়ানো ১ কেজি গাঁজা পুলিশের নিকত তুলে দেয়। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় কালামের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) সাইফুল ইসলাম জানান, রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ বোমা কালামকে আটক করেছে। তার বিরুদ্ধে পূর্বে ৯ টি মামলা চলমান আছে।

আলমডাঙ্গায় ১০৩ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই যুবক আটক

আলমডাঙ্গায় নেশা জাতীয় দ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সহ ২ যুবককে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার (৫ ডিসেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশ অভিযান চালিয়ে সোনাতনপুর মোড় থেকে দুই যুবককে আটক করে।

আটকৃত যুবকেরা হলো- জেহালা ইউনিয়নের বড় পুটিমারী গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে রিদয় আহম্মেদ (২৪) ও গড়চাপড়া গ্রামের হামিদুল ইসলামের ছেলে রাকিব হাসান।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের সোনাতনপুর মোড়ে দুই যুবক মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ বিক্রি উদ্দেশ্যে অবস্থা করছে। এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশের উপ-পরিদর্শক এসআই রকিবুল ইসলাম ও সহকারী উপ-পরিদর্শক এএসআই সাহাবুদ্দিন লস্কর সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। দুই যুবককে সন্দেহ মূলক আটক করে। তাদের শরীর তল্লাশি করে ১০৩ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি সাইফুল ইসলাম জানান, দুইজনকে ১০৩ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতে ৩ মাদকসেবীর জেল-জরিমানা

আলমডাঙ্গার ছোটপুটিমারী গ্রামের তিনজন মাদক সেবীকে ৩ মাসের কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তিনজনকে কারাদণ্ড প্রদান করে।

আদালত সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের ছোটপুটিমারী গ্রামের মৃত নাশির আলমের ছেলে ইসতিয়াক উল আলম (২৭),একই গ্রামের মৃত তেলা মিস্ত্রির ছেলে শাহীন আলী, গড়গড়ি গোবিন্দপুর গ্রামের জহুরুল ইসলামের ছেলে বাঁধন আলী ।

আদালত সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের ছোটপুটিমারী গ্রামের তিন যুবক ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট সেবনের জন্য অবস্থান করছিলো। এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাদের আটক করে।

পরে, তাদের নিকট থেকে ৪ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ৩ জনকে আটক করে।

ঘটনাটি আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশন ভূমি রেজওয়ান নাহিদকে জানালে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। তিনজনকে ১ শত টাকা জরিমানা ও ৩ মাস করে জেল প্রদান করে ।

আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউপির সাবেক চেয়ারম্যানসহ বিএনপির ৪ নেতাকর্মী আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সহ বিএনপির ৪ নেতাকর্মীকে পুলিশ আটক করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (০৩ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত জেলার বিভিন্নস্থান থেকে তাদেরকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও আলমডাঙ্গার চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম বিপ্লব, সদরের আলুকদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারন সম্পাদক আক্তারুজ্জামান, আলুকদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির গ্রাম বিষয়ক সম্পাদক আশাদুল ইসলাম ও চুয়াডাঙ্গা পৌর ছাত্রদলের সদস্য সচিব মাজেদুল ইসলাম মেহেদী।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের সভাপতি শরিফুজ্জামান সিজার বলেন, আমাদের চুয়াডাঙ্গায় কোন প্রোগ্রাম নেই। ঢাকায় বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশের কোন দিক নির্দেশনা ও আসেনি আমাদের কাছে। এরই মাঝে হঠাৎ করেই আমাদের নেতাকর্মীদের ধড়পাকড় শুরু করেছে পুলিশ। রাতে আমার বাড়িতেই রাতে পুলিশ এসেছিল। সব মামলায় আমরা জামিনে আছি।

তিনি আরও বলেন, সরকার নতুন করে প্রক্রিয়া করছে আমাদের নেতাকর্মীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে মামলা দিয়ে জেলে রেখে ঢাকায় বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশ কেউ যেন এগুতে না পারে। আমরা আগে থেকেই শুনছি

বিভিন্নস্থানে পটকা ফুটিয়ে আমাদের নামে দোষারোপ করছে পুলিশ। আটক নেতাকর্মীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করছি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান শরীফ বলেন, শনিবার রাতে পুলিশ জেলা যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদকসহ বিএনপির ৪ নেতাকর্মী আটক করেছে। থানাতে খোজ নিয়ে দেখেছি এদের নামে কোন মামলা নেই। আগামী ১০ ডিসেম্বর বিএনপি সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জেলা পর্যায়ে বিএনপি ও অঙ্গসংঘঠনের নেতৃত্ব পর্যায়ে নেতাকর্মীদের আটক করা হচ্ছে। পুলিশ বাদি হয়ে গায়েবি মামলা দেয়ার চেষ্টা করছে বলে শুনছি। এই গণগ্রেফতারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে মুক্তি দাবি করছি।

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, আইনশৃংখলা রক্ষার ক্ষেত্রে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কাজ করে যাচ্ছে পুলিশ। সেই আলোকেই তাদেরকে আটক করা হয়েছে। আটকদের নিকট থেকে যা কিছু উদ্ধার হয়েছে সেই আলোকেই তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হবে।

আলমডাঙ্গায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে ৪দিন ব্যাপী স্কাউটসের কাপ ক্যাম্পুরীর সমাপনী

আলমডাঙ্গায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে উপজেলা স্কাউটসের ষষ্ঠ কাপ ক্যাম্পুরি-২০২২ সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় বন্ডবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে ৪ দিন ব্যাপী এ অনুষ্ঠানের সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আরাফাত রহমান।

অনুষ্ঠানর প্রধান অতিথি হিসেবে চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও চুয়াডাঙ্গাতে

বিশেষ সভা থাকার কারণে তিনি আসতে পারেননি।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ রনি আলম নূর, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মুস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা স্কাউটসের কমিশনার ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাস্টার, জেলা উস্কাউটস সম্পাদক আব্দুল হান্নান প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা স্কাউটসের সাধারণ সম্পাদক প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দীপু। উপজেলা স্কাউটস এর যুগ্ন সম্পাদক ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি রেফাউল হকের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম,;যুগ্ম সম্পাদক মোল্লা ফেরদৌস রিজভী, প্রধান শিক্ষক মোঃ মনিরুজ্জামান, মোঃ আবুল কাশেম, মোঃ আব্দুল হান্নান, সরকারি প্রধান শিক্ষক ইলিয়াস হোসেন, ৪টি সাব ক্যাম্পে নয়টি প্রতিষ্ঠানের ১১৪ জন ছেলে মেয়ে কাপ স্কাউটস হিসাবে অংশগ্রহণ করে।

আলমডাঙ্গার কাটাভাঙা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরিক্ষার টাকা চুরি

আলমডাঙ্গার কাটাভাঙা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরিক্ষার প্রায় ৪০ হাজার টাকা রহস্যজনক চুরির ঘটনা ঘটেছে। বুধবার দিবাগত রাত ২ টার দিকে স্কুলের তালা ভেঙে লকারে থাকা নগত ৪০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে, স্কুল কক্ষে ল্যাপটপ রেখে টাকা চুরির ঘটনায় রহস্যজনক ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদী ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহি স্কুল কাঁটাভাঙা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। গত ২৮ বছর যাবৎ নাইট গার্ডের চাকুরি করছেন একই এলাকার আব্দুল ওহাব। চলতি বছরের স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষার ফ্রি,র টাকা

সহকারী শিক্ষক স্কুলের লকারে রেখে যায়।

এদিকে প্রতিদিনের ন্যায় শারীরিক অসুস্থতার জন্য রাত ১ টার দিকে বাড়িতে চলে যায় নাইট গার্ড আব্দুল ওহাব। রাতে বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে স্কুলে ফিরে দেখে স্কুলের অফিস ও শিক্ষক মিলাতায়ন রুমের তালা ভাঙা। ওই রুমে গোপন জায়গায় সহকারী শিক্ষকের স্কুল বার্ষিক পরিক্ষার ৪০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে বলে জানাযায়।

এ চুরির ঘটনায় নাইট গার্ড আব্দুল ওহাব জানান, গত ২৮ বছরে এই প্রতিষ্ঠান থেকে একটি গাছের পাতাও চুরি হয়নি। তবে, স্কুলের ওই রুমে কয়েকটা ল্যাপটপ ছিলো স্ব স্থানেই। ল্যাপটপ গুলো চুরি হয়নি। কিন্তু সহকারী শিক্ষকের গোপনীয় টাকা চুরির ঘটনাটি খুবই রহস্যময়।

কাটাভাঙা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুদুল হক মান্নান জানান, সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্কুলের রুমের ও লকারের তালাভাঙ্গা দেখতে পায়। লকারে থাকা প্রায় ৪০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে ।